ফোন নং ঃ ২৬৫৪-১১৪৪/১১৮০/৯৫৮১/৯৬৮১
ফ্যাক্স নং ঃ ২৬৫৪-৪৩৪৬
ই-মেল ঃ rkmhq@vsnl.com
ওয়েবসাইট ঃ www.belurmath.com

রামকৃষ্ণ মিশন
(প্রধান কার্যালয়)
বেলুড় মঠ, হাওড়া

রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালন সমিতির ২০০৬-০৭ সালের কার্যবিবরণী-র সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

রামকৃষ্ণ মিশনের **৯৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা** বেলুড় মঠে রবিবার, ১৬ই ডিসেম্বর ২০০৭ তারিখে বিকাল সাড়ে তিনটায় অনুষ্ঠিত হয়।

সভ্যবৃন্দ গভীর দুঃখের সঙ্গে মিশনের চতুর্দশ অধ্যক্ষ **শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের গত ৪ঠা নভেম্বর ২০০৭ তারিখে মহাপ্রয়াণের কথা** স্মরণ করেন। মহাপ্রয়াণ কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। তিনি রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দীর্ঘ ২৭ বছর অগণিত পীড়িত ও আর্ত মানুষের সেবার কাজ অক্লান্তভাবে করেছেন। তিনি ভারত ও ভারতেতর বিভিন্ন দেশে বহুবার ভ্রমণ করেছেন এবং বেদান্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদা এবং স্বামী বিবেকানন্দের বাণী প্রচার করেছেন। তাঁর এই মহাপ্রয়াণ সঙ্ঘের পক্ষে এক অপূরণীয় ক্ষতি। শ্রীমৎ **স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ পঞ্চদশ অধ্যক্ষ** রূপে অভিষিক্ত হয়েছেন।

বিগত বছরে **মিশন**, মধ্যপ্রদেশের **ভূপাল-এ একটি নূতন শাখাকেন্দ্র** এবং কর্ণাটকের **বেলগাঁও-এ** একটি নূতন উপ-শাখাকেন্দ্র (sub-centre) স্থাপন করেছে।

চিকিৎসাক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কার্য্যসূচীগুলির প্রারম্ভ **বিশেষ উল্লেখযোগ্য** ঃ অরুণাচলপ্রদেশের ইটানগর কেন্দ্রে একটি **ভ্রাম্যমান চক্ষুচিকিৎসা ব্যবস্থা** (mobile eye care facility), জম্মু কেন্দ্রে একটি **চিকিৎসা কেন্দ্র** (medical centre), পশ্চিমবঙ্গের কামারপুকুর কেন্দ্রে German Leprosy Relief Association এর সহযোগিতায় জাতীয় **HIV/AIDS নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প** (National HIV/AIDS control programme) ।

শিক্ষাক্ষেত্রে এই বছরে নিম্নলিখিত কার্য্যসূচীগুলির সূচনা **বিশেষ উল্লেখযোগ্য** ঃ বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় শাখা – নরেন্দ্রপুর, কলকাতায় স্বামী বিবেকানন্দের পৈত্রিক বাটী এবং রাঁচী (মোরাবাদী)-তে **স্নাতকোত্তর পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী** (postgraduate courses and programmes), বেলুড় সারদাপীঠ বিদ্যামন্দির কলেজে **সংস্কৃত ও অঙ্কশাস্ত্রে স্নাতকোত্তর পাঠক্রম**, কোয়েম্বাটোর কেন্দ্রে কয়েকটি শিক্ষা প্রকল্প – যেমন, **IT Academy, on line education programme** ইত্যাদি এবং নরেন্দ্রপুরের লোকশিক্ষা পরিষদের তত্ত্বাবধানে **এগারটি প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র** (pre-primary education centre) ।

গ্রামোন্নয়নকার্য্যের ক্ষেত্রে নূতন প্রকল্পগুলির মধ্যে – অরুণাচল প্রদেশের ইটানগর কেন্দ্রে **গ্রামীণ শৌচাগার প্রকল্প** (rural sanitation project), জম্মুকেন্দ্রে **জম্মু-কাশ্মীর-ভূমিকম্প-অর্থনৈতিক-পুর্ণবাসন কর্মসূচীর** (earthquake economic rehabilitation programme) মাধ্যমে জম্মুর **'LoC' এলাকার নিকট** সেলাই শিক্ষা কেন্দ্র (tailoring centre), ঝাড়খণ্ডের রাঁচী (মোরাবাদী) কেন্দ্রে কয়েকটি প্রকল্প – যেমন, **ফলের গাছ লাগানো, মসলা চাষ, বীজ উৎপাদন, সেচের জন্য ঝরণার জল নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষাক্রম শেষ করতে না পারা গ্রামের মেয়েদের জন্য আবাসিক সংযোজক পাঠক্রম** (residential bridge courses) এবং নরেন্দ্রপুর লোকশিক্ষা পরিষদ পরিচালিত **বৃত্তিমূলক কর্মদক্ষতা অর্জন প্রশিক্ষণ (skill development), লাক্ষাচাষ (lac cultivation), নবীকরণযোগ্য শক্তি বিকিরণ (dissemination of renewable energy), কৃত্রিম প্রজনন (artificial insemination), পশুস্বাস্থ্য তত্ত্বাবধান** (animal health care) ইত্যাদি আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসন প্রকল্প সম্পর্কিত কর্মসূচীগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রামকৃষ্ণ মঠের নূতন কার্য্যাবলীর মধ্যে **বিশেষ উল্লেখযোগ্য** হল ঃ গুজরাটের অন্তর্গত **বদোদরায় একটি শাখাকেন্দ্র স্থাপন**, রাজকোট আশ্রমদ্বারা 'কুছ' জেলার অন্তর্গত ধানেটিতে **হোস্টেল ভবন ও একটি হলঘরের উদ্বোধন**, পশ্চিমবঙ্গের আঁটপুর আশ্রমকর্তৃক **একটি ডিস্পেনসারী গৃহের উদ্বোধন**, তামিলনাড়ুর মাদুরাই কেন্দ্র কর্তৃক **নার্শারী ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য একটি অতিরিক্ত ভবনের উদ্বোধন** এবং পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহার আশ্রমদ্বারা একটি **স্ব-নির্ভর প্রকল্প-এর সূচনা**।

বহির্ভারতে, আমেরিকায় ফ্লোরিডার অন্তর্গত **সেন্ট্ পিটার্সবার্গ**-এ মঠের একটি নূতন কেন্দ্র এবং দক্ষিণ আফ্রিকার **ডারবানে** মিশনের একটি নূতন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

আলোচ্যবর্ষে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে **মঠ ও মিশন** দ্বারা মোট ৩ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ব্যাপক **ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচী** পরিচালিত হয়েছে যার দ্বারা প্রায় ২০২৭ টি গ্রামের ১ লক্ষ ৩০ হাজার পরিবাবের প্রায় ৫ লক্ষ ৬৭ হাজার মানুষ উপকৃত হয়েছেন।

দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি এবং বৃদ্ধ, অসুস্থ ও দুঃস্থ মানুষদের **আর্থিক সাহায্যাদির** জন্য ৬ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে।

চিকিৎসাখাতে মোট ১৫টি হাসপাতাল এবং ১৭৩টি ডিস্পেনসারী ও ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রায় ৮৫ লক্ষ ৩২ হাজার রোগীর চিকিৎসার জন্য ৬১ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

শিশুবিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে মোট ৩ লক্ষ ৩৯ হাজার ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষালাভ করেছে। **শিক্ষাখাতে** মোট খরচের পরিমাণ ১১১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা।

কয়েকটি **গ্রামীণ ও উপজাতি উন্নয়নমূলক কর্মসূচী** রূপায়ণে ১৮ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

এই অবকাশে আমরা রামকৃষ্ণ মিশনের সভ্য ও বন্ধুদের ঐকান্তিক সহযোগিতা ও সাহায্যের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

(স্বামী প্রভানন্দ)

স্বামী প্রভানন্দ

সাধারণ সম্পাদক